প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১

প্রকাশনায়ঃ হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মুদ্রণেঃ এ.ডি. এম.
খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১।

উৎসর্গ

কবি মধুসূদন দত্ত
কবি জীবনানন্দ দাশ
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু



মুখপত্র

চিরটাকাল আমায় তুমি কষ্ট দিলে শুধু।

এখন স্মৃতিবার্ষিকীর কুসুমগন্ধ ভিড়
আষ্টেপৃষ্ঠে দেনায় ডোবায় মৃত্যুটুকু, ভিটেমাটির
সমস্ত ঘায় কাঁপিয়ে বয় তৃষ্ণা চৌচির,
চিরটাকাল তুমি আমার নাগালছেঁড়া নীল;

আকাশ যেমন মেঘের ছাঁদে নামিয়ে এনে মুখ
হঠাৎ কুঁড়ির ঘুমের মধ্যে উসকে দিয়ে সুখ
পরক্ষণেই বজ্রহানা ঝড়ের ধুকপুক,
চিরটাকাল তোমার কালো চোখের ঝিলে নীল;

সময় তাকে প্রবল হাতে হারায়,
ভিড়ের ভয় চেনা কপাট দাপিয়ে কড়া নাড়ায়,
ফেরার পথে চাপা বিষাদ ভাঙে বুকের খাঁচায়,
চিরটাকাল তোমার শুশ্রূষায়ও বিদ্ধ করে আমায় আতঙ্কিত নীল;

চিরটাকাল আমায় তুমি কষ্ট দিলে শুধু
ভিতর বাহির জুড়ে এখন পথ গিয়েছে ধু ধু।।

অনুক্রম

মধ্যদিনের বিজন রোদনায়

অকালগোচর

বড়অগোচর পাপড়িফোটানো খেলা
তোমাকে ফোটালো কৈশোরকের বৃন্তে
নীলে বিষাক্ত নয়নের পথ চিনতে
মিছে খোয়ালাম অকালবয়সী বেলা;

অথচ হৃদয় রোদ্দুর বড় রোদ্দুরে
ফসল ঝরানো হাওয়ার ছোঁয়চে পোড়ে
হৃদয় আমার কোন মাধুকরী ঘোরে
রক্ত ফোটালে সারা নিসর্গ জুড়ে।

রক্ত ফোটালে সারা নিসর্গ জুড়ে!
আমার ঘরে চারপাশে তবু স্বপ্নজটিল পথ—
কি করে বেরোই কি করে বেরোই রুক্ষ এ দৈহজ্বরে
তোমার দুচোখে অবগাহনের মত।

ইচ্ছার ভিতরে

ইচ্ছার ভিতরে ছিল স্বপ্নহীন শোক,
নির্মম মরণশীল হাওয়া এসে ভরে দিলো ঘর;
চারিদিকে অতিক্রান্ত বিকেলেব কয়েক পলক
ঝরিয়ে গিয়েছে কিছু রুধিবেব বিবর্ণ অক্ষর;
মৃত আগুনের নিচে যেন কারও হৃদয়ের শব
প্রেমের সন্ত্রাসে থেকে জন্ম দেয় ইচ্ছার সংক্ষোভ।

তবু স্মিত অবসিত বিভ্রমের মত চন্দ্রালোকে
আহত আহ্নত তার লুপ্ত এলো কেশে
স্তন গ্রীবা গাঢ়তাকে ব্যেপে বা অক্লেশে
বিবর্ণ অক্ষরগুলি পুষ্পিত করেছে তার যুবকের শোকে।

সর্বদাই ভয়

সর্বদাই ভয় হোলো। অহোরাত্র এই হাওয়া পাছে
আমাকে ত্বরিতে বাঁধে দীপ্ত নীল বাহুতে মোহন,
কখনওসখনও কবে আহা তন্বী হৃদয়ের কাছে
অলোলামলকাবলী যদি ফের ফেরে প্রাজ্ঞ মন।

তোমাদের পাশাপাশি সূর্য এলো, পাখিও সঠিক,
লাখো মুগ্ধ দিন ঘিরে যাত্রা শুরু, আশার ডালিম
কেবলই চঞ্চল হাত ছিঁড়ে নিতে চায় যা অলীক;
নির্মূল মন্থনে মন আমাকেই দাও ফিরে হিম,
মর্মের গভীর শীত নিরাসঙ্গ আততির তীর
হাজার ঘরোয়া ছিঁড়ে ক্ষুধাতুর ঢেউয়ে ছিন্নশির।

তবু যে প্রবৃদ্ধ কাল ভেঙে ফ্যালে জীবনের জড়ে,
সমূহ-সঙ্গতি ভেঙে তাই মানুষ নিজেকে গড়ে।
সর্বদাই ভয় হয়— প্রজ্ঞার বিলাসে যদি ভুলি
রোদ্দুরের দান এই মায়াবীসফর দিনগুলি।।

সনেট : এক

তুমি জানো হাতে আছে মাত্রই কয়েকটি যে মেঘ
বিতরিত হতে হতে নিতান্ত তা' নিঃস্ব, তাই চোখ
তুলে তাকালেই পাছে ধরে ফ্যালো সেই প্রবঞ্চক
বিরল ঘাসের মত জেগে থাকা ভিখারি আবেগ,
আমি কেবলই তোমার শস্যের ইচ্ছার থেকে দূরে
গড়ি ইঁট পাথরে প্রলম্ববান মেধার কণিকা,
যেন নীল গিরিবর্ত্ম ছিঁড়ে প্রাণের অর্বুদ বৃক্ষ
একদা বিশাল জয়ে স্বপ্নময় শুয়েছে পাথরে।

বড় পরিণামহীন কেটে গেলে দিন পরিতাপে
আচ্ছন্ন কুয়াশা ছিঁড়ে কেন এসে দাঁড়াও মাস্তুলে?
না কোনও নীলাভ কশাঘাতে নয়, পরাজয় ভুলে
বিমর্ষ শীতল চাঁদ এবার বিদীর্ণ করো নিঃশব্দ প্রতাপে;
পাথরে প্রবল টান, ভাঙো শেষজয়ে জড়-যন্ত্রণা নির্মোক
জাগাও সবুজে নীলে মৃত্তিকাতলনিত ভালবাসার আলোক।

সনেট ঃ দুই

নিয়ত উচ্ছন্ন যুদ্ধে দৃশ্যে দৃশ্যে বেঘোরতাড়িত
তোমার তুলনাহীন কাঠঘৃণা জ্বলন্ত সোনার
দেহ্ বড় তুচ্ছ তুচ্ছতায় ভরে এই অপ্রাকৃত
অপার নীলিমা ফুঁড়ে জেগে-ওঠা ভোরের সংসার,
যে ভালবাসায় বাঁচে তার কাছে মৃত্যু সবই আর;

নিরাপদ ঢাকা ভেঙে উঠে আসে দীর্ঘতম হাত
বিড়ম্বিত রোদে ও ছায়ায় ভাঙায় শীতার্ততার
ক্লিষ্ট ঘুম; রক্তে নেমে পড়ে যেন লাল অপঘাত ;
বহুকাল পরে ফের মনে পড়ে যায় সুন্দরের
চালচিত্র যা ছিলো একান্তভাবে নিজস্ব তোমার

বিদায়রহস্য; ধ্বনি আর ধমনীর ভেতরের
যাদু তোমারই আঙুলে উদ্ভিন্ন বিস্ময় দোতরার;
তবু যা স্মৃতিরই ধ্যেয় তার নীল বিভ্রমের অন্ধকার
থেকে মুক্ত করে দিতে সাধ ছিলো শৃঙ্খল কবিতার

স্বপ্নগুচ্ছ

বড় যত্নে বর্ধিত তোমার এই লঘুচারণার
আপাতকেশরগুলি, জানা আছে গন্তব্য কোথায়?
এই যে সযত্নে সাজো পরিমিত রঙীন কেতাবী,
যা ছিল সম্মত শান্ত তাকে দাও লোভাতুরতার
মায়া বা অজেয় হিংসা, জানো, অগ্নি বাতাসের দাবী?
মুহূর্তে জ্বলন্ত জীর্ণ স্বভাবে যা ঘুমন্ত ও নীল
কোনও বেড়া পরিখা দেয়াল কবে পেরেছে ঠেকাতে
তার স্থির লেলিহ হনাতা : এই মৃত জৈব প্রাতে
শিখায় নৃত্যের ছন্দে জন্ম দেবে তা-ই সাবলীল?

জীবন তো একবারই দিতে পারে শোধ ঘাতকের
ছুরি : একবারই মুখোমুখি অন্য হৃদয়ের।

স্বাক্ষর

কথাই মূর্তির মত, দৈবে মানবিক
তুমি আগ্নেয় প্রপাত ;
শয়নে পদ্মার হাসি, চৈত্র উন্নাসিক
দুদিকে জানলা বন্ধ রাখলেও রাত
মেঘের গর্জনময় কথা কয় ঠিক।

এ'ভাবে নিবিক্ত ছিল নাবিক কম্পাস
নদী প্রস্তুতিগভীর;
ধ্বনি বা শব্দের খাঁজে পুরে দিয়ে জিভের আগ্রায়
মেলানো গেলনা তবু হৃদয়ের চিড়,
ছিঁড়ে ফেলি তোমার বাহুল্যময় বাস।।

কোথায় রহস্য রাখো কোনখানে শর্তহীন দান
কে জানে, অলভ্য চাঁদ আপ্লুত করেছো তবু প্রাণ।

রাগ শেষ হলে

কেন আসো অনিকেত প্রত্যয়বিহীন
পাস্পরিকভাবে রাখো ভাসমান
মুখ ও মদিরা : টের পাই বসতি বিলীন
মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা, শূন্যস্থান-
পূরণের খেলার মতন মনে হয়;
ছক ও ঘুঁটির দান ঠিকানা পালটায়।

তবু আসবেই তুমি নিয়তিনিশ্চিত
যেমন বসন্ত আসে অভ্যর্থনাহীন
মাঠে, দেয়ালের ঘাঁটি ছাড়ে বার্তাহীন
দিন ; এবং নিজস্ব মন্ত্রে পুরোহিত
ঢাকে দায়, শঙ্কা, হিম— মাংস চেরায়ের
শব্দে জেগে ওঠে প্রেম, ধর্ষিত স্বর্গের
থেকে খসে পড়ে রক্তে শেষ অনুদান;

রাগ শেষ হলে থাকো রোদ্দুর সমান।।

দহন

দান নয়, বাসনাও, প্রাণিত অক্ষরে
যতদূর যাওয়া যায় প্রত্নশোণমূলে
ছন্ন মানবের হাত চেতনা পাথরে
ছেনেছে উলঙ্গ মজ্জা পরিচ্ছদ খুলে,
রক্তে যে ফেরারি হাওয়া মানব খনিজে
কি চায় কি চেয়েছিলো বোঝেনি সে নিজে;

তবু দাহ গোপনে মেধাবী করে হার
তোমার কটাক্ষবিষে কুসুমে টঙ্কার।।

অনিঃশেষিত

ভেতরে প্রত্যাশাহীন বসে আছো, রোদ্দুরে ছড়ানো
আলোকরঞ্জনী কিছু মেঘছায়াস্তম্ভ অয়োজিত নীলে
রক্তের ঘটনাভূমি মুহূর্তে ভুলিয়ে আনে, জানো
কোথায় পতাকা ওড়ে পল্লবিত হাতখানি দিলে
একবার সহাস্য গহ্বরে; অপরিমেয় যে শিখা
বারেবারে যুগান্তে ঢেলেছে লাল অলৌকিক খরা
সেই পায়ে ঢেকে দিতে আজানুলম্বিত কূট জরা
দারুণ রেশমে, অতর্কিতে এসো উপাসিকা,
প্রবল তোমার প্রত্ন স্তনভার সন্ন্যাসী হাওয়ায়
চৈত্যলুণ্ঠনের ক্রোধে মুক্ত হোক, অলজ্জবর্তিকা
জ্বালাও পূতাগ্নি দেহ অর্গল ছোটানো জ্যোৎস্নায় :

শুধু ভয়, এখনই ফেরালে মুখ শাসিত পল্লবে
সমস্ত জীবনসন্ধি ওই দিকে বেঘোর ছোটাবে।।

স্বপ্নবৈষয়িক

কিছু লোক চিরদিনই হিসেবে সঠিক
কিছু আছে আবেগ দুরন্ত,
কে আর আমার মতো স্বপ্নবৈষয়িক
অলীক আঙুলে মোছে যত জৈবরক্ত!

এ' ভাবেই এসেছিলো পরিধিবিহীন
চন্দন বীজের শেষে প্রতিশ্রুত লাল,
এ'ভাবে বৃষ্টির পরে রামধনু দিন
অনবধানতাবশে রহস্য রুমাল।

চারিদিকে ফিস্‌ফাস্ অজ্ঞান সংশয়,
বিষয়বস্তুর দেনা ভিটেই বিকোয়।
কেবল আমার পাশে বেড়ে ওঠে আগাছা কঙ্কর
কেবল আমার পথে পড়ে থাকে বর্ণহীন ইঁট,
আজন্ম দাসত্বকল্প কেটে গেলে তবু স্বপ্নকীট
এখনও বল্মীকস্তূপে ঢেকে রাখে বক্তে রত্নাকর!

তবু কেন

শেষ ট্রেন চলে গেলে নীল বনান্তরে
খালাসিটোলার পথে কথা ছিল ঠিক,
প্রস্তরফলক থেকে হে বৃক্ষ নাবিক
দিক্‌বালিকার মত ওড়ালে নিশান
যেদিকে জলের ধারা খোঁজে করতল,
যেদিকে সমস্ত রাত জ্বলেছে লণ্ঠন,
কেবল আসোনি বলে শাণিত চঞ্চল
বাতাস করেছে কিছু ফুলেল গর্জন;

তীর্থের মানত ভুলে তাই কেউ আজও
মাচায় ওঠালো লতা মৃত্তিকায় বীজ,
উলঙ্গ শিশুকে দিলো রোদের তাবিজ
এবং তোমাকে নারী শঙ্খের আওয়াজ।

তবু কেন, তবু কেন—থেকে, থেকে, থেকে,
বিষণ্ণ করাত কাটে মৃত নাগরিকে।

অকারী প্রবজ্যা

পাথর সবুজ হল কুমারীর হাতে;
কঙ্কনে ছন্দিত স্নায়ু, স্বপ্নে চোখ মারি,
উড়ন্ত চুলের ঝাঁক সেই পক্ষ্মপাতে
বিষাক্ত বয়সে সাঁটে হিম তোক্‌মারি।

ফুলের আস্ফোট ঘিরে রক্তচাপ বাড়ে,
কীটের আসঙ্গ রীতি করেছে বয়ন
তার দীর্ঘ লোল বেণী, ওই জ্ঞাতসারে
পাথরে শরীর গ্লানি ছাঁচি হেমন্তন।

চুম্বনে অনধিগম্য, চেতনা গ্রন্থির
চেয়ে দীর্ঘ ওই শোণ মানবীর দেহ
নিসর্গ প্রাকৃত করে, ধমনী-অস্থির
ফলা খুলি উপড়িয়ে আনে স্বপ্নদ্রোহ;
মানুষ উচ্ছন্ন চির, যাযাবর সজ্জা
অ-কারী লাবণ্যে ভরে তার এ'প্রবজ্যা।।

অপরা

আবার রহস্য ফিরে এলো, ভেতরের নম্র স্বাদে
এমন শৃঙ্খল ছিল ডানায় জেনেছে স্নায়ু তার
কতটুকু, ময়ূর পুচ্ছের ছন্দ মেঘের বাহার
লাঙলের ফালে ছিন্ন বীজ হয় আণুর আবাদে,
তবুও আমাকে তুমি কি করে রেখেছো স্বপ্নবশ
নিজের কামিনভিক্ষু দুপুরের নীল কবিয়াল?
তোমার শহর ঘিরে মণিমালা বাদামি খসখস
টাঙালে রোদের গন্ধে, ঢাকতে পারলেনা ইহকাল।

মানুষের ভেতরে মানুষ ঘাই মারে,যেন ধমণীর শীত
যেমন হাওয়ার রাতে পাহাড়ে বর্ষার জলে চমকায়,
যেমন উচ্ছন্ন তাঁতি হাড় হয় রাঢ়ের শ্যাওলায়,
চিবুকের ঢাল দেখে মুগ্ধাতমূর্খের হিতাহিত
ডুগডুগি বাজায় কিম্বা পাখির শিসেরও মত হয়,

ভেতরে ফোটাবে বলে বাহিরে কি এত রক্তময়!

পিঞ্জর

পশমগুটিকা নিয়ে আয়তসঞ্চারী
ওই আঙুলের খেলা তুলে আনে ছক,
ভয় হয় ব্যবহারে, রক্ত গোলাপের
বুকে আনত ওষ্ঠের মত প্রবঞ্চক
আমি তার রহস্যের দরিদ্র ভাণ্ডারী;

নিড়ানিসম্বল চাষা আলো-জ্বলা-ধানে
নেমে যায়, ওই হাত শস্যের নিষাদ,
ভুলে তুলে নিতে চাও তামস শিল্পের
পটে রহস্যমুহূর্তঘন সে বিষাদ,
নিকটে ঈশারা রাখে দূরাবগাহনে;

আমার শিকড়ে তুমি রাত্রির শৃঙ্খল;
উজ্জ্বল ক্ষুধিত দিন সাজালো মাস্তুল
ইমারতশিল্প ভেঙে, তরঙ্গসঙ্কুল
তুফান ওঠেনা শুধু উদ্ভিদ স্বচ্ছল
পাড়ের মাটিতে গাঁথো প্রাণের নোঙর,
কটাক্ষক্ষমতা ঘিরে ডানার পিঞ্জর।

মানবিকী

শীতের দিনগুলি পিপাসী বুড়ো রোদে
পা ফেলে সমতাল যাবেনা গৃহটি,
অথচ ধোয়াঁশায় ক্রমিক বাড়িগুলি
মেলছে লোলজিভ রোমশ বিবরোধে;
ভেতরে অতিকায় ও কার নীল খোঁপা
বেঁধেছে ধাতুফাঁসে, ঘুমোনো শিকড়ের
বিদারী মূলরোমে সেই কি ভাগীরথী
অথবা বলরাম জীবনীফলকের?

ভীষণ ধীরে ধীরে পাথর বাহুপাশে
চেতনা-শ্বাসরোধে, সুঠাম দেহ তার
জ্বলছে নীলশিখা মানুষ ঝরে যার
অমৃত জরায়ুর অচল অভ্যাসে;

কে রাজা দিলি শাপ, নেই কি কোনো ত্রাণ ?
বন্দী সিসিফাস ভাঙছে চেতনায়
গহীন শ্বাপদের পুরোনো ক্ষুধা ভয়;
জীবন রীতি নয়, আয়ুতে মেধাদান
দেহকে ঘিরে দেয় বেদনাপরিধান—
সেই তো মানবিক শিকলছেঁড়া জয়!

অলীক

তোমার নিথর মুখের আড়ালে স্মরণীয় এতগুলি রেখা
কি করে যে পাথরে ফোটায় ফুল অমল উল্লাসে
ভেবে ভেবে কালান্তরহীন এই আস্ফুটে পঁয়ত্রিশে
এখনও সমস্ত সন্ধ্যা একটি ভিখিরি হাত মেলে ধরে একা;

বয়স নামক এক বিস্ফোরকে এতকাল এতকাল এত
সমর্পিত গ্রীবা থেকে উদ্ভাসিত হতে হতে জঙ্ঘার কেশরে
খাড়াই মাস্তুলে নেচে যদি কিছু অধঃপাতে যেত,
সোনালি চাঁদের চিরপরিচিত শাণিত খর্পরে
থাবা নখ দেশলায়ের মত জ্বেলে অস্থির গোগ্রাসে
তোমাকে সম্পূর্ণ খুঁড়ে ভেবেছি যে ফিরে যাবো
প্রোথিত শিকড়ে,

তখনও তোমার মুখে নিরন্তর অলীক মৌসুমী
ঋতুর আবর্ত থেকে দ্বিধাহীন একাই ফোটায়
আমার সায়াহ্ন ঘিরে নির্নিমেষ রক্তাক্ত দুপুর,
ফেরায় ফুলের গন্ধে অলৌকিক নীল বনভূমি।।

কবি

কাল ও বিভাসা তাঁকে দেয়নি সঙ্গতি;
আকাশ-আলস্য ভেঙে মাঝেমাঝে হাই,
গলা ঝাড়ে তোলে হাত বেরোয় বিভূতি,
শব্দের চাকর ওই সুদীর্ঘ মেরজাই।
দ্যাখো তারও লোল হাতে পুরোনো আতস
জাগায় সূর্যাস্তরঙে শিঞ্জিত চিকন;
লুকোনো সোনার থালা, জ্যোৎস্না জাদুবশ,
দারুণ বসন্তে পূর্ণ পৌরাণিক বন।

শুয়েছে কবির শব পূতিগন্ধ ভুঁয়ে;
খুলে দাও গলাবন্ধ ইরানী গোলাপ,
কোথায় স্তাবকবৃন্দ, এসো, দ্যাখো ছুঁয়ে,
গোণো পাঁজরার হাড়, এবং সন্তাপ;
দ্যাখো সে তোমারই মত, জীবন্ত পাবক
রেখেছিলো যূপকাষ্ঠে এ মর্ত্যমাদক।।

আত্মঘাত

পলকে তোমায় দেখে আত্মঘাতী হই।
আমাকে সংবেদ দিলে হায়রে কৃপণা;
নিহত পাথরে বোধ সে কতটুকুই
ফোটাবে অক্ষরে ফুল পোড়া থামে কি শীর্ণ জ্যোৎস্না!

ফাটলে গচ্ছিত ঘাস পাথরে প্রপাত
অপেক্ষায় ছিল তুমি কখন তোমার
স্পর্ধিত ইচ্ছার বেগে এই অধঃপাত
মিথ্যা করে ফেরাবে চিকণ নীল ঘাড়,
তবু সেই অগোচর-লালিত স্বপ্নের
অস্পৃশ্য ওষ্ঠের লোভে বন্দী সিসিফাস
নীলাভ শিখর থেকে নেমে এসে ফের
ঘৃণার মুঠোয় ধরে উদ্যমের ত্রাস,
তেমনই তোমায় দেখে আসঙ্গে শোণিতে
শিশ্নের উত্তেজ ফেলে নেমে যাই মরণের শীতে।।

ঘাতক

ঘাতক দিয়েছ ভেঙে সবুজ প্রবহ
অতর্কিতে বুকে আসা ছন্দের বিভাব,
ধূসর পাথরে মৃত
মুমূর্ষু কপিশে কৃশ
নদী এসে মোচড়ায় দেহ যে বালুতে
গেরুয়া পালের স্মৃতি বয় তার শোণিতে মণিতে

গোধূলিবয়স্য আমি চিতাকাঠে তোমাকেই চাই।।

আমার কবিতাবলী

আমার কবিতাগুলি   ভ্রান্তপথরেখাবলী
          তুমি কি মাড়িয়ে গেলে?
উদাসী ভাদ্রের খরা   আজানুলম্বিত জরা
          দেবেনা আগুনে জ্বেলে?
ওই যে ছন্দিত শ্বাস   বাহুল্যে বর্ণিল বাস
          পলকের নীল পক্ষ্মপাত
লুপ্তি থেকে তুলে নেয়   যেন ক্ষিপ্ত রচনায়
          মেঘের গর্জনময় রাত ;
তোমার বয়স আর   ছোঁয়না এ' হাহাকার
          খুঁড়ে আনে প্রত্ন প্রাণঘাত।

অমিলিত

সেগুনের ছায়া নিয়ে সবুজাভ ওই
সে আমার কেউ তো ছিলো না,
এই গ্রহ যেন তার হাসির মুঠোয়
এভাবে দিয়েছে ছুঁড়ে তৃতীয় নয়না;
ছিনতাই করে নিয়ে জরতী যন্ত্রণা
কখন ফেলেছে গেঁথে অনুভূতিমালা
শব্দসূচে, যেন রক্তে তুলবে মিনার
অথবা অশনিময় করে দেবে খোলা
দিগন্তে থমকে দেওয়া মেঘের সংসার

দিনান্তের অন্বেষণ।

জাবনানন্দ

চাঁদের সম্পূর্ন গোল
ঝুলে আছে আজও ঠিকই স্মৃতির শাখায়,
ফিরে এলে তবু তুমি তা'কে তো পাবেনা
ভূমধ্য সাগর-ভাঙা আজ রলরোল
তোমাকে চেনেনা সুরঞ্জনা
মহনীয় আগুনে কি [illegible] এষণা!
আবেগ দলিত করে উঠে গেছে শহীদ মিনার
বস্তুত সূর্যেরই ভাগে ডাক দেয় কি যূথযাত্রার?
ফিরতে বলিনা কবি দেবীর প্রসাদে,
মেধার কণিষ্ক দেখে শুয়ে থাকো অ-মানুষী ঘাসে।
চারিদিকে শূকর শিৎকার আর শূকরীর প্রসববেদনা,
ফিরে তুমি এসো না এসো না।
ইমারত পিঞ্জরের আলোর তাড়সে
ফিরে এলে এমন কি শূন্যতাও ফিরে তো পাবেনা।

অমৃতলোক- জীবনানন্দ শতবর্ষ সংখ্যা।

অপরাভবতা

বিকেল পড়ন্ত হলে ভুলে তুমি এলে
শাঁখমাজা মুখে ঈশ্বরপ্রেমিকা নারী
মানুষ দেখলে যেন স্যাঁতাপড়া ছবি;

নিশুতি রাতের কালি লেপেছো দেয়ালে
তুমি নিয়ে এলে শুধু পশু হানাদারি
আমার দক্ষিনে হাওয়া খরায় অভাবী;

চেনা শোচনীয়তায় যাবতীয় ভয়
ও ভরসা রেখে কিছু, অভিকর্ষে আছি
পরস্পর ক্রমিক শরীরী, স্বেদাক্ত শূন্যতা;

তবুও অ-যূথ ছন্দে অ-মৃত প্রত্যয়
জীবনে ছড়ানো, ঢেউ কামড়িয়ে বাঁচি
হলেই বা দলছুট অ-পরাভবতা।।

ভাসান

দুহাত লুকিয়ে তুমি বুকে এলে তার,
দিলেনা কিছুই, শুধু নিলে যত খার,
গড়ে দিয়েছিলে ও স্তূপ মেঘের ভার,
বৃষ্টি ঝরালে, সেও দেখি তারই রোদনার।

কিছু নেই বলে তুলে দিয়েছিলে মুখ,
দেহ ছুঁয়ে দিলো সে মুখে অগ্নিচুমুক,
আরো কিছু বলে যবে খুললে ও বুক
জানি, জানা হল বৃথা দ্বৈতাদ্বৈত সুখ।

মুহূর্তে ব্যথা জীর্ণ করলো জীবনের নীল ভেলা,
চিতাকাঠ সাজে, এসো খেলে যাই ভাসানের শেষ খেলা।

গুমোট

ঘোর বর্ষা। কাদাজলে কোথা দূর্বা ফুল
বেলপাতা --- তবু চাই নিত্যসেবা তোর?
'হা কৃষ্ণ আমার, খাও রাধিকার কুল'।
খেয়ে তৃপ্ত, ভাবলেন পুরোহিতবর।

কৃষ্ণ না জানালে তবু আকাশের গায়
হঠাৎ আলোকমেঘ রাধাকে দেখায়,
বর্ষা ভেঙে নেমে যান স্রোতের পৈঠায়,
পিছনে আপ্লুত কেশ ক্রন্দন ছড়ায়;

মন্ত্র ভুলে পুরোহিত তুলে নিলো ফাঁস
ভেতরে গুমোট মেঘ রোধে তার শ্বাস।

ভালোবাসো

ভালবাসো হে ভালবাসো,
ভাল বাসার জন্যে কেন ভাসো।
রোদ্দুর পুড়িয়ে দেবারও পরে
বৃষ্টি এসে পোড়াঘায়ে ঝরে,
ভেতরে ডুবিয়ে তাই তোলো আমাকেই
ডানাহীন, তবু দিলে হঠাৎ উড়িয়ে?
স্বপ্নের পালক ভিজে যায় যদি জড়িয়ে
পড়ে য'ই মাটিতেই পোড়ামুখ মুচড়িয়ে,
কে দেবে বুলিয়ে হাত, ভালবাসা নেই,
প্লাবনের জলে ভাসা তক্তাটুকু সে-ই ।।

অপরিসীমানা

'পথ কি নিজের শেষ জানে'? বলে যেই
পালাতে গিয়েছি, ধাতব চোখের মুঠি
চেপে ধরে বাউণ্ডুলে ভুলো হাত দুটি,
'ও সব বেটপকা কথা মেঘ বাড়াবেই
তার চেয়ে এসো বসো চারটি খেয়ে নাও,
তোমার না ভিড়ে ভয়— বরং জাগাও
নির্জন সেতার বানি, পায়নি আদব
বহুকাল, রিক্ত হাত রক্তে কিছু ঝড়
দিক ভুলে। সব পথ জেনো আগেভাগে
' ফিরে গেছে পথ ভুলে যুগল অন্তরে ',

ভিড় কিম্বা নির্জনতা দিকশূন্যতায়
রাস্তা হারায় বলে রোদ্দুর চমকায়'

চিতাকাঠ

চিতাকাঠ সাজানো হয়নি। দ্বারে তিনি শব।
ব্যস্ততা বাড়ায় কটা মাতাল ও ভাঁড়;
সান্ত্বনার ছলে হাত দেহে ভাঙে জাড়,
ওদিকে স্রোতের বুকে শোঁ শোঁ হাওয়া রব।

ক্রমশ শীতল শীর্ণ ঢেউ শিরাগুলি;
কান্নার অন্তরস্বর নারীকে মূর্চ্ছায়,
তাপহীন আলোহীন এ কলকাকলি
রুচি ও বিবেকস্কন্দে কুঠার চালায়,
লুঠ হয়ে গেছে আজ মহামূল্য মণি
তাই তো উৎসের পায়ে এ মাথা খোঁড়ানি!

প্রস্থান

রঙিন ছাতার নিচে হেঁটে গেলে তুমি
দূর থেকে দীর্ঘতর হয়ে যায় সমস্ত ভাবনা
যেমন নিজের ছায়া অকস্মাৎ বেড়ে ওঠে কপিশ রোদ্দুরে;

কে বলবে তুমি ছিলে সেলায়ের ফ্রেমে
রিফুকাজে, যেমন শিল্পের কাছে নত হয়ে আসে দুঃখ, যেন
বালিয়াড়ি ভেঙে ফেলে চলে আসি তোমার প্রবাসে।
কোথায় দরোজা আছে কোথায় দরোজা
খুলে দিলে অন্তহীন সিঁড়ি
সমস্ত মিনার রঙিন মিনার কাজে উল্লসিত

অলিন্দ প্রকোষ্ঠ চূড়া তুচ্ছ করে নেমে যায় মধুরকষায়ে;
কে বলবে তুমি ছিলে কোমরে জড়ানো শাড়ি
এলোকেশ, পায়ের আক্ষেপে একেবারে আগ্রাসী তালুতে!
রঙিন ছাতার নিচে হেঁটে যাও তুমি,
উচ্চকিত কাঞ্চনের কাছে হেসে কথা বলা কেন
হাড়কঙ্করের মত মাজা মুখে—
আমরণ একটি পালঙ্ক থাক তোমাকে শোয়াতে
লেবুপল্লবের মত সুগন্ধি চুলের ঢলে নেমে
বিদ্যুতের মত খসে যেতে।

এখন তোমার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে
হাঁটুতে তামার বেড়ি উঠে আসে বাহুতে তাবিজ,
তার চেয়ে ভালো এই অমানুষ শুয়ে, শুয়ে থাকা।
তোমার গরদরঙা তনতনে শরীরের কাছে
যেতে পরিশ্রন বড় পরিশ্রম—

রঙিন ছায়ার নিচে হেঁটে যাও তুমি
কোল পেতে বসে আছে কত না হাঙর কিম্বা ফেউ।।

ফেরা

বিদায় চাইলেই মুঠি শক্ত হয়ে যায়।
ভেতরে স্তব্ধ নদীর কলরব
বাইরে জ্বলন্ত জ্যোৎস্নার বিশাল শরীর
প্রতিদ্বন্দ্বীর মত উঠে আসে,
তার অলীক করতলে জেগে থাকে তোমার অমলতা।
তখন
চারিদিকের এই মাইল মাইল সন্ত্রাস পার হয়ে
দেয়ালে লটকানো সব প্রতিশ্রুতি নিঃশব্দে পুড়িয়ে
আমি আর একবার দাঁড়িয়ে উঠতে চাই
যেখানে তোমার মত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই
যার কাছে নতজানু হলে
সমস্ত শৃঙখল যেন মসৃণ পালক
জেগে ওঠে
হলুদ রোদ্দুর ধোয়া ঘরবাড়ি আঙিনা কুসুম।

শেষবেলাকার শেষের গানে

অনুভূতিমালা ইদানিং

১

সন্ধ্যায় সবাই আজ ছড়িয়ে পড়েছে বনের রহস্যে।
মাদুরে আদুড় জ্যোৎস্নাও শুয়ে আছে পাশে,
ঘন দীর্ঘ গাছ ঘিরে পাতার জটলা
পাখির শিৎকার শিস্,
চতুর্দিক ভরে ওঠে তবু কেন বাঘের আঘ্রাণে—
ওইখানে পড়বে কি শববনস্পতি
পণ্য কুঠারের টানে? তুমিও কি, তুমিও কি তবে
নীল গাছ ডানা মেলে সহজে বেড়েই
যাবে, যাবে চলে দূর মৃগনীলিমার খোঁজে?
ব্যাঘ্রযুগে কখন যে হরিনী উধাও
তুরুপের মত থাবা তুলে নেয় স্বপ্নাদ্য জীবন।

২

তোমরাই, তোমরাই কেউ
কখন ছুঁয়েছো নিজেই জানো না হেসে,
অদৃশ্য লাটাই থেকে বের হয়ে আসে ভালবেসে
অর্বাচীন মুখকাল ঘুড়ি, হাওয়ার ইচ্ছার ঢেউ,
উজ্জ্বল আকাশ ভাঙে বিষাদে মলিন
অতলান্ত শূন্যখাদ কান্তারের সীমা ঘেঁষে,
বলয়িত শিখরের দিন
কখনও উদ্যত মৃত্যুর গাহনে নীল;

তুচ্ছ তব পরিব্যাপ্ত মেঘে সাবলীল
আমাকে তুমিই দিলে আকাশে ছড়িয়ে
ঝাঁক ঝাঁক রোদ্দুরের অগোচর কুসুমে হারিয়ে!

৩

তবু সব ফিরেই যে আসে
মাটির নিভৃত টানে ঘ্রাণে বা আশ্লেষে
দেয়াসিনী, তখন স্বপ্নের ভ্রমে তোমার বাগানে
নেমে পড়ি ঘাসে নয় জীর্ণ খরশানে;
তোমার সোনালি পা নগ্ন হেঁটে যায়
পিষ্ট কুসুমের শবে শুয়ে থেকে স্বপ্নেরা হারায়!

৪

আকটিভট তুষারস্তূপে যখন গেছি ক্ষয়ে
ঘুমের নিচে ঘুমিয়ে আছো ফোমে,
গাঢ় উদাস স্পর্শগুলি তখন জমে জমে
হিমবাহের মতন ভাঙে জয়ে;
যিসাস যেমন পাথর সরান রক্তঝরা হাতে
মানুষ শুধু মানুষ জানে কবর ভেঙে উঠতে।

৫

ঘোড়া ছুটে গেলে আঁধি নেমে আসে গহ্বরে;
ভাল লেগেছিল রাজপুত যবে চমকায়,
বাজেনি কিন্তু কোনও শাঁখ ঘরহারা এই চত্বরে
উলু ঝলু নেই পুণ্য নারীর ঝঞ্ঝনায়,
সুখে ভেসে গিয়ে দুঃখলীলায় ডোবালাম
ও প্রিয় হে প্রেম তোর পবিত্র বাশনাম।

৬

হাত ধরেছিলে, এখন হলুদপাতা
খসে যাবো টুপ করে,
রাত শেষ রাঙা চাঁদ ঘাসের ওপরে
সরিয়ে নিয়েছে তার আলোকের ছায়া—

দূরের জানলা থেকে কাছে দরোজায়
ফিরে আসে বিস্মরণ মঞ্জরিত শব্দহীনতায়।।

৭

ফুটেছিলো সোনাঝুরি পাংশু টিলায়।
নিকট তোমার বাড়ি বর্ষা ভিজে রোদ্দুরে চমকায়,
তবু তাঁকে ঘিরে থাকে নীল ও অমায়,
কি ভাবে যে দিতে হবে টোকা দরোজায়
আমাকে শেখালে কই?
খুললেই
অন্ধকারে ডেকে নেয় অন্তহীন সিঁড়ি
যাবো কি নামবো ভেবে অসংশয়ে মরি।

৮

চিতার জিভের স্বাদ জানে মজ্জাহাড়,
জলাধার জানে জেনো তৃষ্ণার নৈঃশব্দ্য,
অর্ধেক অরণ্য জানে আলোকের ছন্দ
এবং হরিণী পায় বন্দুকের সাড়;
তবু তৃষ্ণা তোমাকেই অগোছালো রাতে
দেহের অতীত ভোরে পারেনি জাগাতে।

৯

অবেলায়

সমস্ত বাতাস তোমার মুখের দিকে ছুটে যায়,
একরাশ অন্ধকার ফ্রেমে আঁটা তোমার মমতা
আর্ত ঢাকে চোখ, ভুলে গ্যাছো করুণাহীনতা।
আমারও জীবনসন্ধি ওইদিকে বেঘোর হেঁটেছে
সমস্ত দুপুরবেলা রোদ্দুরে পরাঙ্মুখী যেন
বৃক্ষ আজ শিকড়ে ফিরেছে। আর্ত নিশিডাকে
চৌচির বনের ক্ষুধা ছিঁড়ে ফেলে গন্ধের জ্যোৎস্নাকে।

১০

বনের বাইরে

তুমি বেরোলেই আজ লুঠে নেবে সমস্ত প্রচ্ছদ।
গোপনে ফেলেছে তাঁবু
শোণিত পাংশুল ঘাসে রেখে গেছে মৌন বিস্ফোরক,
এখন অপেক্ষা শুধু
বিদীর্ণ হবার আগে তীক্ষ্ণ হোক আয়ুধ ফলক।।

১১

এখন সূর্যের আলো নাল ভেঙে নামছে টিলায়,
দূর থেকে দেখি, তুমি! বিঁধে আছো আজও
লালপাড়ে বহ্নিপারমিতা—
বনগন্ধে ভাসানো শাম্পান,
তবু কার বিষজিহ্বা চিরে ফেলে তোমার সম্মতি!

১২

শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ
এখনও কি তেমনই রয়েছো,
তিমিরবর্ধিষ্ণু ক্ষীণ হাসির রেখায়
শেষ ট্রেন আলোয় জ্বেলেছো?
শূন্য মাঠ কিংশুকের লালে লাল
অলীক নীলের স্বপ্নে এখনও মাতাল।